যুগান্তর

৬।২।২০০০

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

বেতন স্কেল পুনঃনির্ধারণ

বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরুষ সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেতে হলে কমপক্ষে স্নাতক পাস হতে হয় অথবা সি-ইন-এড পাসসহ এইচএসসি পাস হতে হয়। যেহেতু এখন বহিরাগত কেউ সি-ইন-এড পড়তে পারে না তাই দ্বিতীয় যোগ্যতাধারী প্রার্থী পাওয়া যায় না, কাজেই একজন পুরুষ শিক্ষক হলে স্নাতক পাসের নিচে সুযোগ পাওয়ার কোন উপায় নেই। শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পাসসম্পন্ন হলেও বেতন দেয়া হচ্ছে ১৬২৫-২৯০৫ টাকার স্কেলে। এটি একজন এসএসসি পাস যোগ্যতার শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একজন এসএসসি পাস মহিলা শিক্ষিকা যে বেতন স্কেল পাচ্ছেন, স্নাতক পাস পুরুষ শিক্ষকও একই স্কেল পাচ্ছেন। অথচ মাত্র এইচএসসি পাস একজন অফিস সহকারীর বেতন স্কেল ১৮৭৫-৩৬০৫/- টাকা। আবার একই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীন পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পাচ্ছেন উচ্চতর বেতন স্কেল তারাও প্রথম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান, তারা পাচ্ছেন স্নাতকসহ বিএড হলে ৩৪০০-৬৬২৫/- এবং স্নাতকসহ সি-ইন-এড হলে ২৫৫০-৫৫০৫/- টাকার স্কেল। যারা প্রধান শিক্ষক, তারা শ্রেণী পাঠদানসহ অফিসিয়াল দায়িত্ব ছাড়াও প্রশাসনিক কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে তারাই অগ্রণী

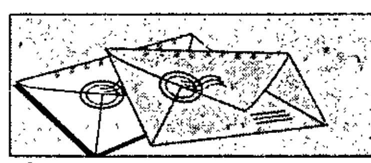

ভূমিকা পালন করছেন। তাই তদের বেতন স্কেল পুনঃনির্ধারণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শেখ তানভীর আহমেদ
প্রধান শিক্ষক, ১১নং কুশি বিদ্যালয়, কয়রা, খুলনা